পারমিতা ঘোষ মজুমদার

মেঘ আরও বলে,"ছবিগুলো দেখে ঠিক গ্ল্যামার গার্লস মনে হচ্ছিল না। গরীব বাড়ির মেয়েই মনে হচ্ছিল। অভাবের সুযোগ নিয়ে হয়তো কিছু টাকার বিনিময়ে এরা এক্সপ্লয়েটেড... মেয়েদের শরীর পুরুষ বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে। আনন্দ পেতে হোক বা শাস্তি দিতে, পুরুষের কাছে মেয়ের শরীর মানেই সেক্স। হরিমতির শাস্তির মোড়কেও তাই যৌনতা! আমি জানি না উলঙ্গ হরিমতির ছবি মোবাইল টু মোবাইল এম.এম.এস. হয়ে গেছে কিনা ইতিমধ্যে... সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন এক ধরনের পাওয়ার প্লে। হরিমতিকে নেকেড করে রাস্তায় ঘোরানোর মধ্যে নির্লজ্জ শো অফ পাওয়ার আছে। কিন্তু একটা লোককে বাগে পেয়ে পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়াও একই রকম পাওয়ারলেসের ওপর অ্যাগ্রেশন। হরিমতির প্রতি যদি অন্যায় হয়ে থাকে, এ ক্ষেত্রেও এটা অন্যায়। কে শাস্তি দেওয়ার মালিক? জনতা? মেজরিটি? একটা বড় দল? আজ এসপ্ল্যানেডে যেটা হয়েছে সেটাও খাপ পঞ্চায়েত-এর মতন জঘন্য। তোরা সেটা মানিস চায় না মানিস! আমি এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেন বলে কিছু মানি না। আমি পাওয়ার টু ম্যানকাইন্ডের কথা বলি। হরিমতি পাওয়ারলেস মেয়ে বলে তার পাশে দাঁড়াব আর পাওয়ারলেস পুরুষকে মেরে থেঁতো করে দেব এমনটা নয়।"

ঋকের নাকের পাটা ফুলে গেছিল। একটা রাগ জন্মাচ্ছিল তার ভেতর এই মেয়েটার ওপর। মেয়েটা গাড়লের মতন কথা বলছে। কিন্তু কথাগুলো সে উড়িয়েও দিতে পারছে না। মেয়েটা বেঘোরে খুন হয়ে যেতে পারে। ঋকের সেটা ভাবতে ভাল লাগছে না।

ঋক কিছু বলার আগেই মেঘ ঝপ করে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে। বলে, "আমি জানি আমি মাইনরিটি। মে বি আই হ্যাভ টু গো সোলো। সেক্ষেত্রে আমি একাই লড়ব, আমার কাউকে দরকার নেই।"

মেঘ রাগ করে নিজের ঘরে উঠে চলে গেছিল। কিন্তু বন্ধুরা তো শেষপর্যন্ত পাশেই থাকে। তাই ওরা সে রাতে কেউ বাড়ি ফেরেনি। মেঘমার বাড়িতেই থেকে গেছিল। রাতের খাবারের পর প্রায় সারা রাত জেগে ওদের সেশন চলেছিল মেঘের ঘরে। মতের মিল হোক বা না হোক ওরা মেঘের পাশে আছে এটা জানাতেই ওদের রাত জেগে তর্কবিতর্ক। সে রাতের পর ধীরে ধীরে ওদের ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। আরও

ঘনঘন দেখা হয়েছে ওদের। আর তার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলো বড় ও ছোট ঘটনাও ঘটে গেছে ওদের জীবন ঘিরে।

সবচেয়ে জরুরি ও বড় ঘটনা হল হরিমতির অত্যাচারীদের গ্রেপ্তার হওয়ার বৃত্তান্ত।

সত্যি সত্যি সেমন্তীর সঙ্গে চিফ মিনিস্টারের মিটিং-এর তিন দিনের মধ্যে সব ক'টা ছেলে চালান হয়ে গেছিল। বর্ধমান কোর্টে কেস উঠেছে যথারীতি। কেসের শুনানি চলছে। কেসের ডেট পড়লে মেঘমা ও সেমন্তী মিলে বর্ধমান যাচ্ছে নিয়মিত। হরিমতির সঙ্গে এই নিত্য আদানপ্রদানে বরফ অনেকটা গলেছে। হরিমতি এখন কথা বলে। সে কলকাতায় আসতেও রাজি হয়েছে।

অন্নানদার সঙ্গে হরির এখন বেশ ভাব। হরিমতি রাজি হয়েছে অন্নানদার বাড়িতে থাকতে। সেখানে থেকেই সে পড়াশোনা করবে।

হরিমতির ইস্যুতে মিডিয়াও যথেষ্ট সংবেদনশীলতা দেখিয়েছে। মেঘমার পৃথিবীর গভীর অসুখ নিয়ে বিষাদ কিছুটা হলেও কেটেছে।

নির্মল আর মেঘমার একটা গল্প হয়তো দাঁড়িয়ে যাবে

'নন্দিনী' নাম নিয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলেছিল দিঠিয়ার টুদিদি। এক মাস, দু' মাস টুনটুনি চালাত টুসিয়া, তারপর আলফাল কারণ দেখিয়ে প্রেমিকটিকে কাটিয়ে দিত।

কিছুদিনের মধ্যে।

এই ই-মেলের যুগে তারা দুজন দুজনকে লম্বা লম্বা চিঠি লেখে ডাকযোগে। মেঘমা নির্মলকে ডাকে ডরপোক আর মেঘমার নাম নির্মল দিয়েছে ক্রান্তিকারী।

ঋকের কাছে এসবের খবর নেই। সে একই তীব্রতায় শেয়ালকে ভয় পায় আর মেঘমাকে ভালবাসে।

কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলে উঠতে পারেনি ঋক। তবে মেঘমাকে দেখলে তার হাঁটা নাকি পাল্টে যায়। অর্কর মতে সে হাঁটার নাম 'ফক্সট্রট।'

ওদিকে মেঘের ছবি যে লোকটা তুলেছিল, তাকে নিয়ে রহস্য আরও বেড়েছে।

সে কেসে পুলিশ চার্জশিট দেয়নি অনেকদিন। লোকটার

জামিন টামিনও হয়নি। জেলেই ছিল লোকটা। জেলে গিয়ে একদিন মেঘ দেখা করেছিল লোকটার সঙ্গে।
লোকটা খুব ভয়ে ভয়ে মেঘকে বলেছিল তাকে নাকি মেরে দেওয়া হতে পারে। এও বলেছিল যে মেঘেরও নাকি জীবনের 'রিস্ক' আছে।
মেঘ লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিল হরিমতির ব্যাপারটা নিয়ে। লোকটা কোনও উত্তর দেয়নি। মেঘমা যা বোঝার বুঝে নিয়েছিল।
এ বিষয়ে, ইতিমধ্যে পলাশের সঙ্গে মেঘের ফোনে দু' একবার কথা হয়েছে। পলাশ ভেতরের খোঁজখবর নিয়ে জানাবে বলেছিল, কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একদিন জেলের ভেতর একটা ফ্রিক মারামারিতে লোকটা ব্যাপক ইনজিওর হয়ে কোমায় চলে গেল।
কোমাচ্ছন্ন লোকটাকে হাসপাতালেও দেখতে গেছিল মেঘ। ঋকের কলেজের হাসপাতাল ওটা। মেঘ জানিয়েছিল ঋককে ওর হাসপাতালে আসার কথা। সেই মতন, ঋক এসেছিল মেল ওয়ার্ডের মেন দরজা অব্দি।
মেঘমার সঙ্গে পলাশকে দেখে সে আর ভেতরে ঢোকেনি। দুর থেকেই সরে পড়েছিল।
ঋক বুঝতে পারে তার আর মেঘমার গল্পটা হ্যাপি এন্ডিংয়ের দিকে যাচ্ছে না!
পৃথিবীর সব শেয়ালেরা ছাগ শিশু বনে গিয়ে হেমন্তের রোদ্দুরে হাড়ডু খেলবে, এমনটা হবে না!
ওদিকে ডোডোও গভীর গাড্ডায় পড়েছে। সে গাড্ডার নাম আভেরি।
বোন দিঠিয়া দুরন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। আর দুষ্টুও। এটি ছিল তার বোনকে চ্যালেঞ্জ জানানোর পদ্ধতি! 'ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান' বলার তারিকা!
এই নন্দিনীর কথার জাল বেশ আঠালো সন্দেহ নেই কারণ তার 'ভার্চুয়াল' আবেশে বধ হয়ে বেশ কয়েকটি পুরুষ লজবজে হয়েছে। অ্যাব্রাহাম সেই হত পুরুষেরই একজন। তবে অ্যাব্রাহামের কষ্টের দিনে আর.আর.বি-কে পেয়েছিল পাশে। সপ্তক বলে ছেলেটি হয়তো তেমন কাউকে পায়নি। 'নন্দিনী'র ভার্চুয়াল ল্যাং খেয়ে সে ছেলে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিল।
'আমি চললাম... হয়তো সামনের জীবনে নন্দিনী, তোকে পাব' ফেসবুকে স্টেটাস আপডেট লিখে, সপ্তক এক মুঠো ঘুমের বড়ি খেয়েছিল।
টুসিয়া এই আপডেট দেখে ব্যাপক নার্ভাস হয়ে যায়। তার নিজের মতন করে খোঁজটোজ করে বার করে সপ্তক সত্যিই হাসপাতালে ভর্তি... মারা যাবে না, তবে ধুঁকছে।
টুসিয়া দিঠিয়াকে তখন পুরোটা জানায়। ফেসবুক চ্যাটে। এও যেন এক মহান আয়রনি!
অনেকে এসব খেলা মুচমুচে মজা ভাবে মেনে নেয়। দিঠিয়া তা পারেনি।
অবস্থা সবচেয়ে ঘোরালো হয়েছে, এটি উন্মোচনের পর। সপ্তক বেঁচে উঠেছে, (পুলিশ কেস হয়নি, সপ্তকের বাবার চেনাশোনার দৌলতে), নন্দিনীর অ্যাকাউন্ট ডিলিট হয়েছে, টুসিয়া আবার তার রুটিন জীবনে ফিরে গেছে, দুরন্ত রেজাল্ট করে বিদেশে পাড়ি জমানোর চেষ্টা চালাচ্ছে, আজ

আভেরিকে ছাড়া যে চলছে না তার এতটুকু, ভাল লাগছে না কিচ্ছু...

ফেসবুকে ডোডো আভেরিকে খুঁজে পায়নি। পায়নি তার মোবাইলের ইনবক্সেও। কারণ মাথোমাথো টেক্সট পাঠিয়ে এলেবেলে উত্তর পেয়েছে সে আভেরির কাছ থেকে... আভেরিকে ছাড়া যে চলছে না তার এতটুকু, ভাল লাগছে না কিচ্ছু... সেটা আভেরিকে জানানোই হয়ে উঠছে না তার... পার্ক সার্কাসের বাড়ির ছাদটা এখন ডোডোর লুকিয়ে কান্নার জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে... সেদিন কাফেতে বসে সে তার মোবাইলে আভেরির একটা ছবি তুলেছিল, কিন্তু এখন ছবিটা দেখলে তার মন খারাপ হচ্ছে... আভেরি ব্যাড গার্ল তুমি... বলে আজ একটা ম্যাসেজ পাঠাল সে মরিয়া হয়ে। আভেরির উত্তর আসবে না ধরে নিয়েই... এছাড়া আছে অর্ক-দিঠিয়া সমাচার।
সে রাতে দিঠিয়ার বাড়ি ফিরে যাওয়ার কারণ ছিল নন্দিনী নামের একটি মেয়ে। কী এমন জেনেছিল দিঠিয়া সে রাতে নন্দিনীর সঙ্গে ফেসবুক চ্যাটে যে সে ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে ফিরে গেছিল তার বাড়ি?
প্রশ্ন: কে এই নন্দিনী?
উত্তর: তাদের অনেকের 'কমন ফেসবুক ফ্রেন্ড', নন্দিনী, আসলে বেনামে টুসিয়া।
বেশ কিছুদিন ধরে 'নন্দিনী' নাম নিয়ে ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খুলে বসেছিল দিঠিয়ার টুদিদি। উদ্দেশ্য ফ্লার্টিং। এক মাস, দু' মাস টুনটুনি চালাত টুসিয়া, তারপর আলফাল কারণ দেখিয়ে প্রেমিকটিকে কাটিয়ে দিত।
এক তত বিখ্যাত নয় ইরানি ছবির নায়িকার ছবি নিয়ে প্রোফাইল পিক নন্দিনীর ফেসবুক বন্ধুর সংখ্যা হাজারের কাছাকাছি... এবং সেই ফ্রেন্ড লিস্টে অর্ক ছিল, ছিল নিজের একে ধরছে, কাল তাকে ছাড়ছে... সবই আগের মতন। তার কোনও অপরাধবোধ নেই। হয়তো পড়াশোনা ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে তার স্মৃতিশক্তি কিছু ক্ষীণ!
শুধু দিঠিয়া একেবারে ভেঙেচুরে গেছে।
তার চেনা দিদি যে দরকারে বা অদরকারে এমন অনায়াসে আইডেন্টিটি ফেক করতে পারে সে মেনে নিতে পারছে না। টুদিদি কিছু নিষ্ঠুর সে জানত। কিন্তু সে একটি ছেলেকে প্রায় মেরে ফেলছিল খেলাচ্ছলে এটা ভাবতে তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে বেশ ভাল মতন অসুস্থ হয়ে পড়েছে। এ বছর তার পরীক্ষা দেওয়া হবে না, মোটামুটি এই প্রেক্ষাপটেই আজকের মিটিং। এই মুহূর্তে ডোডো আর একটা ম্যাসেজ পাঠাচ্ছে আভেরিকে, আর অর্ক হঠাৎই ক্ষেপে উঠছে ডোডোর ওপর!
''অ্যাই শালা, জরুরি মিটিং-এর সময় মোবাইল থেকে হাত ওঠা, না তো মিটিং থেকে বেরিয়ে যা।'' বলে অর্ক এক ঝটকায় ডোডোর মোবাইল কেড়ে নেয়।
ডোডো অর্কর ধমক খেয়ে বোকা হাসি হাসে। তারপর বলে ''আমাদের জেনারেশনের মেয়েগুলো পুরো ঝালিয়ে দিচ্ছে... আই উইশ উইমেন বিকেম মোর লাইক ওল্ড টাইমস...''
অর্ক টেবিলের তলায় ডোডোর পায়ে একটা নিখুঁত কিক দিয়ে বলে, 'আভেরি, তুমি কেমন করে বাজাও তোমার ভেরী, ম্যায় তো আশিক দিওয়ানা হুঁ তেরি, তুমি না ডাকলে বগল আমার করে ওঠে তেড়িমেড়ি...''
ডোডো টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, ''অ্যামন ক্যালাবো না, মুখ হয়ে যাবে আন্ধেরী...''

অর্ক একটুও না ঘাবড়িয়ে গেয়ে ওঠে, ''আল্কেরী চেমবুর ইয়া ভারসোভা, আভেরিকে কে লিয়ে ডোডো ক্যাসানোভা...!''

সেমন্তী হেসে ফেলে বলে, ''ফক্কর ছেলেরা এই সব মিটিঙে খুব জরুরি। টেনশনকে ঘেঁষতে দেয় না।''

ডোডো এই কমপ্লিমেন্টে খুশি হয়ে তেরোটা রুটি খেয়ে ফেলল। ঝক খেল গোটা আটেক।

অর্ক ঘড়ি দেখছিল বার বার।

মেঘ অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, ''দিঠি কখন আসবে রে?''

অর্ক গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, ''আসবে। বেরিয়েছে বাড়ি থেকে।''

'টুদিদি ঠিক আছে এখন?'

'হুঁ। সবাই ভাল আছে, শুধু দিঠি ছাড়া... হয়তো ড্রপ করবে এই বছর... আমার এবার ফাঁকা মাঠ... আমার ধারে কাছে আসার মতন তো আর কেউ নেই...আমিই ফার্স্ট হব...''

অর্কর গলা ধরে আসছে দেখে মেঘ উঠে গিয়ে অর্ককে হাগ করে। অর্ক সামলে নিয়ে বলে, ''কিন্তু ফাঁকা মাঠে অর্ক গোল দেয় না। তোদের বলা হয়নি... আমিও এ বছর ড্রপ দিচ্ছি... দিঠিয়ার ইয়ার লস হলে, আমারও হোক...''

ওরা সবাই ভুরু কুঁচকে বসেছিল। মেঘ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে অর্কর দিকে তাকিয়ে বলল, ''দাঁড়া না। আমার কালকের ব্যাপারটা মিটে যাক, আমরা দল বেঁধে হরিমতির গ্রামে যাব... দিঠিয়া আর তুই যাতে এ বছর পরীক্ষা দিস তার শেষ চেষ্টা করব আমি। কতটা কঠিন সিচুয়েশনে লড়াই করে বাঁচা যায় সেটা ওই গ্রামে গিয়ে দেখাব তোদের... অর্ক হবে তো? রাজি করাতে হবে দিঠিয়াকে, যেমন করে হোক...''

ডোডো এক সময় জিজ্ঞেস করল, ''আঙ্কেল কোথায়? আঙ্কেলকে দেখছি না? কী রে মেঘমা বাবার কাছে ঝড় খাসনি বিপ্লব করতে গিয়ে?''

মেঘমা বলল, ''তিনি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন। বাঙালিরা চায় তাদের সন্তান থাকবে দুধে ভাতে, অথচ নাম রাখে বিপ্লব, সংগ্রাম, প্রলয়, বহ্নিশিখা... রাবিশ!''

এই সময় ঘরে দময়ন্তী ঢোকেন হই হই করে। ''দুরন্ত খবর আছে তোদের জন্য।'' বলে তিনি টেবিলে বসে পড়েন।

''কী? কী? কী?'' কলকল করে ওঠে ছেলেমেয়েগুলো।

''তোদের অনুষ্ঠানে আকাশ মজুমদার লাইভ ছবি আঁকবেন, তোদের পারফরম্যান্সের সঙ্গে, তারপর সে ছবি অকশন করবেন। অল সেলস প্রসিডস টু গো টু হরিমতি ফান্ড!''

ওরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে। এই লাইভ ছবি আঁকার প্ল্যানটা মেঘের। সে সম্পদ বসু বলে একজন আর্টিস্টকে ডাকবে ঠিক করেছিল। সম্পদ ছবি আঁকতে, ছবির অকশন করে টাকাও দিতে রাজিও ছিল। কিন্তু সে সবই এক কন্ডিশন-এর বিনিময়ে। মেঘকে সম্পদের সঙ্গে শুতে হবে।

মেঘের অবস্থান এ ব্যাপারে খুব স্পষ্ট। সে শোয়ার ইচ্ছে হলে শোবে। কাজ বাগাতে শোবে না। তাই সম্পদ আউট। দময়ন্তীর হাত ধরে এখন আকাশ ইন।

আকাশ মজুমদার একজন অতি নামজাদা পেন্টার। তিনি আসছেন মানেই মিডিয়া হিড়িক দেব। তাতে আরও প্রচার... 'পাওয়ার টু হরিমতি' ট্রাস্টটা মনে হচ্ছে দাঁড়িয়েই যাবে।

মেঘের প্রিয় অধ্যাপক অম্লানদা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান। আপাতত হরিমতি কলকাতায় আসছে। থাকবে অম্লানদার বাড়িতে। ওর পড়াশোনার খরচ দেবে ট্রাস্ট। থাকা খাওয়ার খরচ দেবে অম্লানদা।

দময়ন্তী বলে, ''আরও একটা আশ্চর্য ভাল খবর দিই। আকাশবাবুর বিশেষ পরিচিত একজন, তিনিও আর্ট কলেজের ছাত্র, যদিও কমার্শিয়াল আর্টে চলে গেছিলেন পরে, তিনি একটা অ্যাক্সিডেন্টে প্যারালাইজড এখন। কিন্তু ভদ্রলোকের হাতদুটো সচল... তিনি আবার আঁকা শুরু করতে চান... আকাশের জোরাজুরিতে তিনি আসছেন কাল। হুইল চেয়ারে বসে তিনিও তুলি ছোঁবেন আকাশের ক্যানভাসে। ব্যাপারটা দারুণ হবে না?''

আবার সবাই চেঁচায়।

দময়ন্তী হকচকিয়ে যান। আর এসবের মধ্যেই এসে পড়ে দিঠিয়াও।

মিটিং যারপরনাই জবরদস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু এই সব জরুরি মিটিংয়ে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে যেতে সময় লাগে না বিশেষ। আজও হরিমতি থেকে আড্ডা ঘুরে চলে গেল একদম অন্যরকম সব বিষয়ে, দময়ন্তীর কলেজ জীবন, নর্থ ক্যালকাটার হারিয়ে যাওয়া মিথ, দময়ন্তীদের সময়ের কলেজ স্ট্রিট কফিহাউস... দময়ন্তীর প্রেসিডেন্সি কলেজ...

মেঘ বলল, ''মায়ের মুখে কফি হাউস, কলেজ স্ট্রিটের পুরনো বই-এর দোকান, প্রেসিডেন্সি কলেজের ঠেক, এর সরবত, ওর চপ, তার চা, এসব শুনে শুনে একটা আস্ত ফিল্ম তৈরি হয়ে গেছিল আমার মনের মধ্যে। সেটা মিলিয়ে দেখতে রোদ্দুরের সঙ্গে কফিহাউস গিয়ে সেবার যা বোর হলাম ভাবতে পারবি না! দেদার চিৎকার, গরম আর স্বাদহীন কফিতে কোনও রোম্যান্স পেলাম না মা, আয়াম সরি!''

দময়ন্তী মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললেন, ''তোদের আসলে কোনও জাত নেই বুঝলি? তাই কফি হাউসে খাদ্য বা পানীয়তে স্বাদ খুঁজতে যাস তোরা। ওটা একটা সংস্কৃতি, ওটা একটা ইতিহাসের টুকরো... ওটা ইয়ে ওটা একটা জীবন বোধের দলিল। ও তোরা বুঝবি না।''

রোদ্দুর বলল, ''জীবনবোধ? মাই গড! কফিতে জীবন বোধ! আন্টি তুমি পারো। তোমার জিন পেয়েই বোধহয় মেঘ এমন বিদঘুটে। ওসব কিসসু না। আসলে তোমরা তখন ভাল জিনিসের স্বাদ কেমন, তাই জানতে না। গরমে ঘামতে ঘামতে কফি হাউসে ওই সব আটভাট গিলতে আর ভাবতে দারুণ কালচার হচ্ছে।''

দময়ন্তী জমি ছাড়েন না এতটুকু। বলেন, ''কী জানি বাবা। আমরা তো জানতাম দারিদ্রেই অহঙ্কার!''

অর্ক কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ''অ্যাট লিস্ট উই ক্যান চুজ। ইউ হ্যাড নো চয়েস দেন। অত খারাপ ফিসফ্রাই তুমি আজকে মুখেই তুলবে না।''

দময়ন্তী মিয়ানো গলায় বলেন, ''শোন তখন আমাদের হাতে এত টাকা থাকত না, তোদের যেমন থাকে। তাই চয়েসেরও প্রশ্ন উঠত না। তোরা যেসব ক্যাফেতে আড্ডা মারিস সেখানে খাবারের দাম শুনলে পিলে চমকে যায়। তাই স্বাদ-গন্ধের তুলনা করিস না বাপু।''

আমিও এ বছর ড্রপ দিচ্ছি... দিঠিয়ার ইয়ার লস হলে, আমারও হোক...

"হে হে... বাজার তাহলে খুলতে দিলে কেন তোমরা? আমরা এখন রক্তের স্বাদ পেয়েছি, আর কি ন্যাতানো মুড়িতে ভিজে শশায় মন ভরে? যাদের পকেট ঢু ঢু তারা কালচারের ভড়ং করে খাক ওসব ডাউনমার্কেট স্টাফ।" তুড়ি মেরে বলে রোদ্দুর।

দময়ন্তী লজ্জা পাওয়া মুখ করে বলেন, "সত্যি, আমাদের কেমন ধারণা ছিল ডাউনমার্কেট, রদ্দি বা শস্তা মানেই সেটা ভাল! রাবারের চটি পরে, ভাঙা কাপে চা না খেলে আমাদের মন ভরত না!"

এ কথা ও কথায় খাওয়া দাওয়া শেষ হল। দময়ন্তী একটা সময় শুতে চলে গেলেন।

মেঘের বাবা বিশ্বকেও সামিল করা গেছে পরের দিনের অনুষ্ঠানে। তিনি বিশাল স্পন্সরশিপ যোগাড় করে দিয়েছেন...

সব ভাল যার শেষ ভাল মনে হচ্ছিল ওদের।

রাত বাড়ছিল। সেমন্তী, রোদ্দুর আর দিঠিয়া এক সময় বাড়ি চলে গেল। রয়ে গেল ঋক, ডোডো আর অর্ক। কিন্তু ওদের কারুর চোখে ঘুম ছিল না। অনুষ্ঠানের লাস্ট মিনিট প্ল্যানিং চলল কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হল এর ওর পেছনে লাগা। অর্ক আর ডোডো মেঘের ঘরের মেঝেতে একটা স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে ঢুকে, শুয়ে শুয়ে গল্প করছিল।

ডোডোর পারিবারিক অবস্থার কথা ওদের সবার জানা। কিন্তু তা নিয়ে ডোডোর বা ওদের কারওরই কোনও কমপ্লেক্স নেই।

অর্ক বলল, "ডোডো তোর বিয়েতে ভাল করে ডাউরি পেরেকে টাঙানো আকাশটায়
হলুদ, সবুজ, নীল, সোনাটায়
আগুন জ্বেলেছে আমার দিল
হেস্তনেস্ত অন্তামিল...'

ঋক খেয়াল করেনি কখন মেঘমা এসে তার পাশে দাঁড়িয়েছে।

একটা অদ্ভুত সুন্দর মেয়েলি গন্ধ তার নাকে ঝাপটা মারতে সে বুঝতে পারে মেঘমা এসেছে। মেঘমার দিকে না তাকিয়েই সে অস্ফুটে বলে, "হাই অ্যাক্টিভিস্ট, ঘুম আসছে না?"

মেঘমা প্রথমে কোনও উত্তর দেয় না। তারপর খুব নিচু গলায়, যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমন ভঙ্গিতে বলে "নাঃ... তুমিও তো ঘুমোতে পারছ না। কেন? আমায় বলতে পার..."

ঋক গুনগুন করে গেয়ে ওঠে "হেস্তনেস্ত অন্তামিল..."

মেঘ বুঝতে পারছে, তার জন্য এই চুপচাপ ছেলেটা একটা ভুল ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে।

সে নির্মম হয়ে ঘোরটা কাটাতে যায়। বলে, "আমার একটি বিশেষ বন্ধু আছে। তার নাম নির্মল। ওর সঙ্গে তোমাদের আলাপ করিয়ে দেব। মফসসলের ছেলে। কিন্তু অদ্ভুত সেনসিটিভ। ডিফারেন্ট। তোমাদের ওকে ভাল লাগবে, দেখো।"

ঋক শব্দহীন হাসে। তারপর বলে, "ওঃ... অ্যান অ্যাক্টিভিস্ট লাইক ইউ?"

"না না, আমার মতন-টতন না। ও একেবারেই ওর মতন।"

ঋক কিছু বলে না। সে বুকের ভেতর ঢিমে তালে রেলগাড়ি চলার শব্দ পায়।

ফাউরি নিস কিন্তু, বাড়িটা তো যে কোনওদিন ধ্বসে যাবে, শ্বশুরের টাকায় আগে সারিয়ে টারিয়ে নিস, নয়তো বউকে আনড্রেস করতে করতে দেখবি বাড়িও নিজেকে আনড্রেস করছে... তখন ইয়েতে হাতা হয়ে যাবে!"

ডোডো বলল, "আরে ধুর... আমি বিয়ে এদেশে করবই না... আমি তো ততদিনে একজন যাযাবর ড্রামার... আজ ফ্রান্স, কাল ইতালি, পরশু ভেনিস... বউকেও আমার সঙ্গে সঙ্গেই নিয়ে যাব, তোরা তো সব ফুস্তো মাল, বন্ধুর বউকেও ছেড়ে কথা বলবি না..."

মেঘ বলল, "অ্যাই তোরা একটা ব্যাগে ঢুকেছিস, দেখিস কোনও রেপ কেস ফেস যেন না হয়, এমনিতেই আমার মেলা কাজ, এই নতুন হজ্জত পোষাবে না আমার!"

ডোডো নাক কুঁচকে বলল, "অর্কর গায়ে যা গন্ধ, ওকে কে রেপ করবে? আমি? হারগিজ না!"

অর্ক বলল, "শালা, তুই রেপ করবি! তোর তো হেবি উচ্চাশা রে!"

একটু বাদে অর্ক আর ডোডো ঘুমিয়ে পড়ে। মেঘ ওর কম্পিউটারে কিছু কাজ করতে থাকে। ঋক গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ায়। রাত কখনও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয় না। কান পেতে শুনলে, নিশুত রাতের শব্দও তার নিজস্ব সুরের ছন্দ নিয়ে ধরা দেয় রসিকের কানে।

ঋক শুনতে পাচ্ছিল এই রাতটা তাকে অনেক বেদনায়, অনেক ব্যাকুলতায়, শব্দ গেঁথে গেঁথে কিছু যেন বলছে... মিডনাইট ব্লুজ...

'কাম লেট মে লাভ ইয়/ তুমিই আমার শেষ রেসকিউ

এর উত্তরে ঋক আর কিছু বলে না। সে তার বুকের ভেতর একটা ঢিমে তালে রেলগাড়ি চলার শব্দ পায়। কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না রাত চিরে সে রেলগাড়ি দুলে দুলে চলে যায় নিরুদ্দেশের দিকে। তার খুব ইচ্ছে করে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েটিকে দৃশ্যটার কথা বলতে। কিন্তু ঠিকঠাক শব্দগুলো তৈরি হয়ে ওঠে না তার ঠোঁটে। সে একা একাই তাই দৃশ্যটায় তলিয়ে যায়।

মেঘ নিঃশব্দে খুঁড়ছিল নিজেকে। একটা পয়েন্ট প্রুভ করতে সে কি নির্মলকে ব্যবহার করল? নির্মল তার বিশেষ বন্ধু কবে হল? নাকি মেঘের অজান্তে নির্মল বিশেষ হয়ে উঠেছে, মেঘ বুঝতে পারেনি। নয়তো হঠাৎ করে নির্মলের নাম সে করল কেন?

মেঘ সব কিছুর স্পষ্ট উত্তর পেতে ভালবাসে। 'হয়তো', 'নাকি' মার্কা শব্দ তার না পসন্দ... অথচ...

হরিমতিকে নিয়ে তোলপাড় সামলাবে সে, না ম্যাটার্স অফ দা হার্ট নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়বে?

ওদিকে ঘরের ভেতর অর্কর ঘুমটা হঠাৎ করেই ছিঁড়ে গেল। একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছে সে এতক্ষণ। সচিন তেন্ডুলকর ৯৮-তে প্রায় সাড়ে তিন ওভার আটকে থেকে হঠাৎ একটা ছক্কা করে তার শততম টেস্ট সেঞ্চুরিতে পৌঁছে গেল! সারা দেশ সেই ঘটনায় যতটা উচ্ছ্বসিত, তার থেকেও বেশি তাজ্জব সচিনের রিঅ্যাকশান দেখে।

সচিন পিচের ওপর দাঁড়িয়ে ভাংড়া ডান্স করছে...

ঘুমটা ভেঙে যাওয়ার আগে অর্ক শুনল সবাই বলাবলি করছে ওটা নাকি একটা ফেক ফুটেজ। মাঠে যারা ছিল তারা সচিনকে নাচতে দেখেনি...নাচটা শুধু টিভিতেই দেখা

গেছে... ফেক, ফেক বলে বিরাট ঝড় উঠেছে... ফেক ফেক শুনতে শুনতে অর্কর ঘুম ভেঙে যায়। মাথাটা কেমন ভোঁতা হয়ে আছে বুঝতে পারে সে। তারপর শোনে বারান্দার দিক থেকে একটা ফোক সঙ-এর সুর ভেসে আসছে। ঋকের গলায়।

''তোমার ঘরে বাস করে ক'জন ও মন জান না...''

অর্ক স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসে। ডোডো মোটা দেহ নিয়ে, একেবারে মৃত তিমি মাছের মতন ঘুমিয়ে আছে। অর্ক উঠে বাথরুমে যায়। তারপর চোখে মুখে জল দিয়ে দিঠিয়ার ফোন নাম্বার ডায়াল করতে থাকে।

স্বপ্নর মানে থাক না থাক, দিঠিয়ার সঙ্গে তাকে এখনই কথা বলতে হবে।

অর্ক জানত দিঠিয়া ফোন ধরবে। কিন্তু ফোন তুলেই যে দিঠিয়া কাঁদতে আরম্ভ করবে তা জানা ছিল না অর্কর। দিঠিয়া কাঁদতে কাঁদতে বলে চলে, ''বুঝলি অর্ক, পুরো দুনিয়াটাই ফেক... অ্যাবসোলিউট ফলস...''

অর্কও কাঁদতে থাকে বোকার মতন। দিঠিয়ার জন্য একটা অদ্ভুত কষ্ট আর মায়া তাকে ফালাফালা করে দিতে থাকে। প্রেমকে চিনতে ওরা বোধহয় আরও সময় নেবে!

পরের দিন সারা কলকাতার আকাশ জুড়ে একটা অচেনা আলো দেখা গেল। সেই আলো শহরকে ছুঁয়ে দিতেই একটা অচেনা কলকাতা ফিক করে হেসে উঠল হুগলি নদীর পাড় ঘেঁষে!

ঋক ঠিক করে রেখেছিল আজ ও মেঘমাকে বলবে। ঠিক কী বলবে ঋক অবশ্য জানত না, কিন্তু সাইলেন্সে কিছু প্রমাণ হয় না... অগোছালো শব্দেই সে প্রকাশ করবে তার ভাবনা এমনটাই মাথায় ছিল তার...

অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ আগে খুব রোগা আর কালো একটি ছেলে স্টেজের ঠিক পাশে এসে দাঁড়াল। খুবই মিন মিন করে সে খোঁজ করল মেঘের।

ওইটুকুই যথেষ্ট ছিল। ঋক দেখল সারা স্টেজ জুড়ে চাঁপা ফুলের পাপড়ি উড়ে বেড়াচ্ছে... একটা অসহ্য মন খারাপ করা গন্ধ ছেয়ে ফেলছে গোটা অডিটোরিয়াম চত্বর।

ঋক জানে এই সেই মফসসলি ছেলে, নির্মল না বিমল কী যেন তার নাম... নিরীহ, আনইমপ্রেসিভ, যাকে অ্যাক্টিভিস্ট মেঘ 'ডারপোক' বলে ডাকে...

একে একে এল সবাই।

দিঠিয়া সময় মতন এল। সঙ্গে এল টুসিয়া আর তার বয়ফ্রেন্ডও। পাপিয়া আর টুটুর হয়তো এটাই একসঙ্গে শেষ অনুষ্ঠান, তারাও এল দুটোর আগেই।

আভেরি যেমন সাগরের ভেক ধরে অরিন্দমের ওপর নজর রাখত, অরিন্দমও ফেসবুকে সাগরকে খুঁজে পেতে বার করেছিল, নিছক কৌতূহলবশতই, আলগোছে যদি জানা যায়। আভেরির খবর... তো অরিন্দম সাগরের ফেসবুক আপডেট থেকেই জেনেছে আজকের অনুষ্ঠানের কথা। সেও এসেছে গান শুনতে। কিংবা দেখতে তার হারিয়ে যাওয়া ভিতু ভিতু মেয়েটা আছে কেমন...

স্টেজের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে ছিল একটা পাগল। উড়োখুড়ো

একটা কালো গাড়ি থেকে নামছে আভেরি। ডোডোর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল।

সবাই বলাবলি করতে লাগল, ব্যাপারটা কী? এ আলোর কারণ কী?

কারণ খোঁজ, কারণ খোঁজ... করতে লাগল সবাই।

অনেক চেষ্টাচরিত্তির করে জানা গেল, এ সম্পূর্ণ অচেনা আলোর কারণ মেঘ! আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা!

স্পা, লিপস্টিক, মোবাইল ফোন, ফেসবুক-এর হাবিজাবির বাইরে একটা অচেনা মেয়ের পাশে যারা দাঁড়াতে জানে... গান গেয়ে, ছবি এঁকে যারা বাঁচিয়ে তুলতে চায় এক গেঁয়ো মেয়েকে...

প্রাথমিক প্রস্তাবে তারা ছিল গুটি কয়েক। কিন্তু দুপুর দুটোর কিছু আগে, অনুষ্ঠান শুরুর আগে বোঝা গেল ওরা পাঁচজন নয়... কাতারে কাতারে মানুষ হরিমতির জন্য হাত মিলিয়েছে... সবাই বলছে, 'আছি, আমিও আছি... পাওয়ার টু হরিমতি...'

ওপেন এয়ার অডিটোরিয়ামে, দুটো বাজার কিছু আগে, সাউন্ড চেক-এ ব্যস্ত যখন ডোডোরা তখন দেখা গেল একটা কালো গাড়ি থেকে নামছে আভেরি। ডোডোর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। সে হাঁক পাড়তে গিয়েও থমকালো।

আভেরি ভীষণ আদরে, কাকে নামাচ্ছে গাড়ি থেকে? উনি বুঝি হাঁটতে পারেন না?

গাড়ি থেকে হুইল চেয়ারে বসা মানুষটাকে নামাচ্ছিল আভেরি, সঙ্গে টুটুদাদের পাড়ার সেই সুন্দরী মেয়ে... এস দিয়ে কী যেন নাম... ডোডোর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছিল। ডোডো বুঝতে পারছিল আভেরি এখন অন্য একজনের...

অর্কর সাউন্ড চেকে মন ছিল না। বার বার ঘড়ি দেখছিল সে। দিঠিয়া পৌঁছতে বড্ড দেরি করছে...

চুল, ছেঁড়া ঝুলঝুল জামা, নোংরা প্যান্ট... পাগলরা যেমন পোশাক পরে, ঠিক তেমনই। এই পাগলটিকে গত মাসখানেক ধরে মেঘমার পাড়ায় ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে। কেউ তাকে তেমনভাবে নজর বা খেয়াল করেনি। ব্যস্ত পৃথিবী পাগলদের নিয়ে আর কবেই বা তেমন করে ভেবেছে?

ভিড়ের মধ্যে মিশে থাকা এলেবেলেকে আজও কেউ খেয়াল করল না। সেটাই স্বাভাবিক!

পলাশ স্টেজের বাঁ দিকে চলে গেছিল, কিছু দূর থেকে মেঘের উপর নজর রাখবে বলে। অন্তরালে থেকে সে নির্মল, ঋক আর মেঘমার ইকোয়েশনটা অনুভব করার চেষ্টায় ছিল...

স্টেজে একে একে ওরা সবাই উঠল। রেড ব্যাভানার দিঠিয়া, ঋক, ডোডো আর অর্ক, অ্যাব্রাহাম...

আকাশ মজুমদারের জন্য ক্যানভাস আগেই জায়গা মতন বসানো হয়ে গেছিল। আকাশ, আভেরি আর হুইল চেয়ারে বসা ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন ক্যানভাসের দিকে...

সব শেষে উঠল মেঘ আর নির্মল...

একটি নিমেষ।

পাগলের হাতে ধরা জিনিসটা আইডেন্টিফাই করতে পলাশের এক সেকেন্ড সময় লাগল।

পলাশ বুলেটের ক্ষিপ্রতায় দৌড়লেও, ও শুরু করেছিল হয়তো তিন সেকেন্ড পরে।

ধ্বংসের মুহূর্ত রচনা করতে তিন সেকেন্ডই যথেষ্ট...

অলংকরণ: পিয়ালী বালা

সমাপ্ত